KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।
Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)
EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের
১৫ ও ৩০ তারিখ
প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি
বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol- 4 ● Issue- 06 ● Bardhaman ● 30 August 2026 ● Rs. 2.00 (Four Pages)

এক নজরে

● পঞ্চায়েতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ধনেখালি ব্লকের দশঘরা পূর্বপাড়ায় পুকুরের একাংশ বুজিয়ে পিডব্লুডির জায়গায় বেআইনিভাবে নির্মাণ কাজ চলছে বলে অভিযোগ। নির্বিকার প্রশাসন।সব দেখে শুনেও হাত গুটিয়ে বসে আছে বিএলআরও এবং পিডব্লুডি কর্তৃপক্ষ।

● ১০০ দিনে ৪৩ শতাংশ কাজ শুভেন্দু অধিকারী শেষ করে ফেলেছেন বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

● গ্রেফতার তারকেশ্বর পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান উত্তম কুন্ডু। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে তারকেশ্বর থানার পুলিশ।ধৃতকে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিল চন্দননগর আদালত।

● অন্নপূর্ণা যোজনায় দু'একবার টাকা পাওয়া সত্ত্বেও অনেক মহিলাই এবার অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাননি বলে অভিযোগ। স্ট্যাটাস চেক করলে কারও রিজেক্টড,কারও বা ফারদার ভেরিফিকেশন,কারও বা আন্ডার প্রসেস দেখাচ্ছে। তাহলে জুন জুলাই মাসে তাদের অ্যাকাউন্টে কি ভাবে টাকা দেওয়া হয়েছিল ? তখন কি ভেরিফিকেশন হয়নি ? উঠছে প্রশ্ন।

● ফুটপাতে বাচ্চার দুধ গরম হচ্ছে তাতেও আপত্তি। নিজস্ব ঘর বাড়ি থাকলে কেউ কি আর ফুটপাতে শখ করে বাচ্চার দুধ গরম করে ? আজ যাদের দুর ছাই করছেন ভোটের আগে কিন্তু ফুটপাতের এই মানুষগুলোই খুব দামি ছিল। মাথায় ছাদ নেই বলেই তো এরা আজ ফুটপাতে। এই দায় কার ?

● আলু এবার নিলামের পথে। দেনার দায়ে দিশেহারা অবস্থা চাষিদের।

● দিন দিন বাড়ছে মোবাইল রিচার্জের খরচ,কিন্তু পরিষেবা তলানিতে।জিও'র হাল তো খুবই খারাপ।বিএসএনএল এর হালও তথৈবচ। দর্শকের ভূমিকায় ট্রাই।

● ইথানল মিশ্রিত ই-২০ পেট্রলের নামে চলছেটা কি ? ইথানল তৈরির জন্য টান পড়ছে চিনিতে,বাড়ছে চিনির দাম। এদিকে পেট্রোলের দামে কিনতে হচ্ছে ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল,ক্ষতি হচ্ছে গাড়ির। ক্ষোভ ফুঁসছে বাইক চালকরা।

● রাজ্যের বিভিন্ন থানা এলাকায় র‍্যাফের মতো ছাপা পোশাক পরে বেশ কিছু সিভিক ভলেন্টিয়ার ডিউটি করছে বলে অভিযোগ। তাদের চাল চলন এবং হাব ভাব দেখে মনে হবে যেন

(এরপর চারের পাতায়)

আলু চাষিদের কথা ভাবতে হবে সরকারকে ঃ চন্ডী সাধন কোলে

নিজস্ব প্রতিবেদন - আলু চাষিদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় ভিন রাষ্ট্রে

আলু পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে খোলা চিঠি দিয়েছেন ধনেখালির ধামাইটিকরের বাসিন্দা প্রাক্তন অধ্যাপক চন্ডী সাধন কোলে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সেরকম কোনও সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে হেল্পলেস এবং হোপলেস হয়ে পড়েছেন চাষি বন্ধু অশীতিপর প্রাক্তন অধ্যাপক চন্ডী সাধন কোলে। সরকারি কাজে দীর্ঘসূত্রিতা এবং আমলাতান্ত্রিকতার কড়া সমালোচনা করেছেন তিনি। তিনি বলেন, যে আমলারা মমতাকে ডুবিয়েছে তারাই এখন এখানে আছে,শুধু রদবদল হয়েছে। তিনি চান আলু চাষিদের স্বার্থে সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করুক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী,আলু চাষিদের জন্য তিনি যে কিছু করছেন তা তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন। তিনি বলেন "লোক তো দু'হাত তুলে ভোট দিয়েছে বিজেপিকে। তাদের তো সংগঠন সেরকম কিছু নেই। চাষিদের ভোটে জিতেছে। আলু চাষিদের কথা ভাবতে হবে। চাষিদের বিষয়টা প্রায়োরিটি ভিত্তিতে দেখুক রাজ্য সরকার। যে আমলারা মমতাকে ডুবিয়েছে সেই আমলাদের হাতেই এই সরকার পরে আছে। আমলাদের ওপর আমার ভরসা নেই। ভিন রাষ্ট্রে আলু পাঠানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করুন মুখ্যমন্ত্রী।" তিনি আরও বলেন, সরকার যে আলু চাষিদের জন্য কিছু একটা করছে সেই বার্তা দিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

গাছ ভেঙে পড়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ধনেখালির মল্লিকপুর বাজারে,গুরুতর আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি মল্লিকপুর বাজারে রাস্তার পাশের শুকনো গাছটা কাটা হল,কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেল।গত মঙ্গলবার ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটার পর নজরে পড়লো প্রশাসনের।ধনেখালির মল্লিকপুর বাজারে ১৭ নং বাস রাস্তার পাশে ডালপালা ছাঁটা মৃত বটগাছটি যে বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে ছিল,গাছটি ভেঙে পড়ে যেকোনও সময় যে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে,সে বিষয়ে সতর্ক করে এক বছর আগেই আমরা খবর করেছিলাম,প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলাম।কিন্তু তখন কেউ কর্ণপাত করেননি।এদিন দুর্ঘটনা ঘটার পর টনক নড়ল প্রশাসনের।কাটা হল রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শুকনো বট গাছটা।মঙ্গলবার দুপুরে একটি বাইকের ওপর ভেঙে পড়ে বট গাছটি,চাপা পড়ে যান বাইক চালক ও তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর তিন চার বছরের বাচ্চা।ভীষণ ভাবে আহত হন বাইক চালক ও তাঁর স্ত্রী,পা ভেঙে যায় বাইক চালকের স্ত্রীর।কিন্তু বাচ্চাটির সেরকম কোনও আঘাত লাগেনি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধনেখালি থানার পুলিশ।স্থানীয় মানুষ এবং পুলিশের সহায়তায় আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।এবং তারপরেই রাস্তার পাশ থেকে ভেঙে পড়া বট গাছটি কেটে সরিয়ে নেওয়া হয়।এক

বছর আগেই যদি শুকনো গাছটা কেটে নেওয়ার ব্যবস্থা করতো প্রশাসন তাহলে আর এই দুর্ঘটনাটি ঘটতো না।প্রশাসন নড়াচড়া করলো বটে কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেল।পা ভাঙা পড়লো বাইক চালকের স্ত্রীর।গুরুতর আহত বাইক চালকও।

জনগণনার কাজ সরজমিনে খতিয়ে দেখতে হাজির ধনেখালির বিডিও ফাহিম আলম। সোমসপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ছবি।

এই সরকার মাথা নিচু করার সরকার নয় ঃ শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন - অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে জেলায় জেলায় শুরু হয়েছে তুমুল বিক্ষোভ। টাকা না পাওয়া

মহিলারা একদম রাস্তায় নেমে এসেছে। কোথাও রাস্তা অবরোধ,তো কোথাও ট্রেন অবরোধ। রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীর বাড়ির সামনেও হয়েছে বিক্ষোভ।পঞ্চায়েত,বিডিও,এসডিও অফিসেও চলছে বিক্ষোভ। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অন্নপূর্ণা যোজনায় টাকা না পাওয়া মহিলাদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন,"যারা আমাদের ভোট দেননি,জীবনে দেবেন না। তারা রাস্তায় চিৎকার করুন আর গড়াগড়ি খান,কোনও লাভ হবে না। এই সরকার মাথা নিচু করার সরকার নয়। হিউজ ম্যানডেট নিয়ে জিতেছি। সব যোগ বিয়োগ ৫ বছর পরে হবে। কেন এত ওরিড হতে যাবেন ? এত চঞ্চল হয় নাকি ? ২০৮ টা এমএলএ জিতেছে। আমি ছেড়েছি বলে ২০৭। ২ কোটি ৯২ লক্ষ ভোটার। ৫ বছরের ম্যান্ডেট। আরও যদি বিশ লাখ মহিলা যোগ্য হয় দেব আমরা। অর্থ যোগাড় করে দেব। কোনও সমস্যা নেই,কোনও বিক্ষোভ নেই।"

তৃতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে রাজ্যের প্রস্তাব কেন্দ্রকে

অরিজিত চক্রবর্তী - আরও একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠালো রাজ্য সরকার।সরকারি সূত্রে জানা গেছে,পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ার মতো পশ্চিমাঞ্চলের খরাপ্রবণ জেলাগুলির কৃষি উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এই অঞ্চলে নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হতে পারে।বর্তমানে রাজ্যে দুটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।নদীয়ায় বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টি মূলত দক্ষিণবঙ্গের কৃষি গবেষণা ও শিক্ষার প্রয়োজন মেটায়,আর কোচবিহারের বিশ্ববিদ্যালয়টি উত্তরবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।তবে পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও সেখানে কোনও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নেই। সেই প্রয়োজন থেকেই নতুন তৃতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য। সম্প্রতি নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল। শিবরাজ সিং চৌহানের সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে রাজ্যের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। তার মধ্যে অন্যতম ছিল তৃতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি। রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর সব দপ্তরই চাইছে কেন্দ্রের সরকারের থেকে সুযোগ সুবিধা আদায় করতে। এই লক্ষ্যে রাজ্যের কৃষি দপ্তর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত ও আর্থিক সুবিধার জন্য কেন্দ্রের কাছে দরবার শুরু করেছে।

সূত্রের খবর,বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি চূড়ান্ত হলে পরবর্তী ধাপে প্রশাসনিক কাজ পর্যায় ক্রমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবটি পেশ হতে চলেছে।ওই এলাকায় নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হলে পড়ুয়াদের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

সংস্কারের অভাবে রুদ্ধ ঘিয়া নদীর গতি

নিজস্ব প্রতিবেদন - সংস্কারের অভাবে রুদ্ধ হচ্ছে ঘিয়া নদীর গতি।দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় বাধা পাচ্ছে নদীর

গতি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,গুড়াপের কয়েকটি গেঞ্জি কারখানার জল ঘিয়া

(এরপর দুয়ের পাতায়)

খবর সোজাসুজি

Volume- 4 ● Issue- 06 ● 30 August, 2026

ট্রাফিক আইন কি শুধু বাইকের জন্য ?

রাস্তায় তো এখন বাইক নিয়ে বেরোনোই দায়। শুধু হেলমেট পড়লেই হবে না, কাগজপত্র ঠিক না থাকলেই বিপদ তা না হলেই কেস। কিন্তু কোনো রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রাক্টরের সমতুল্য মালপত্র নিয়ে ইঞ্জিন ভ্যান রাস্তা দিয়ে ছুটে গেলেও পুলিশের সেদিকে নজর নেই,বাইক চালককে কেস দেওয়ার জন্য রাস্তায় পুলিশ সারাদিন ওঁত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। কখন যে আপনি বিপদে পড়ে যাবেন বুঝতেই পারবেন না। তাই শুধু পুলিশি হয়রানির হাত থেকে বাঁচতে নয়,নিজের জীবন বাঁচাতেও অবশ্যই হেলমেট পড়ুন, সঙ্গে গাড়ির কাগজপত্র রাখুন অথবা আপনার ফোনে ডিজি লকারে আপলোড করে রাখুন কিংবা এমপরিবহন অ্যাপে ভার্চুয়াল রেজিস্ট্রেশন এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স ক্রিয়েট করে রেখে দিন। চার চাকা গাড়ির সিট বেল্ট বাঁধল কি বাঁধল না সেদিকে পুলিশের নজর নেই, রাতের অন্ধকারে হেড লাইট ছাড়াই ইঞ্জিন ভ্যান দ্রুত গতিতে রাস্তা দিয়ে ছুটে গেলেও সেদিকে পুলিশের নজর নেই, টোটো রাজ্য সড়কে যানজট সৃষ্টি করলেও অসুবিধা নেই, যত সমস্যা বাইককে নিয়ে। ট্রাফিক আইন কি শুধু বাইকের জন্য ? উঠছে প্রশ্ন।

বিনম্র আবেদন

সময়টা বড় অস্থির। রাজনীতি আর ধর্ম মিলে মিশে একাকার। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে। ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ছড়িয়ে রাজ্যে যারা অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে তাদের থেকে সতর্ক থাকুন। কোনো প্ররোচনায় কেউ পা দেবেন না। সর্বদাই মনে রাখবেন, প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি কখনো অন্য ধর্মকে অশ্রদ্ধা করে না। আর ধর্মের নামে যারা দাঙ্গা বাধায় তারা কখনো প্রকৃত ধার্মিক হতে পারে না। দাঙ্গাবাজদের কোনো জাত,ধর্ম হয় না। সর্বদা সচেতন ও সজাগ থাকুন। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। কোনো রকম প্ররোচনায় কেউ পা দেবেন না। গুজবে কান দেবেন না। গুজব ছড়াবেন না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন। সত্যতা যাচাই না করে সোস্যাল মিডিয়ায় কোনো কিছু শেয়ার করবেন না,অনুরোধ।

কেমন কেমন

সিদ্ধেশ্বর দত্ত

ভাবখানা সব কেমন কেমন
মন খুলে কেউ বলছে না,
ফিসফিসিয়ে বলছে বা কেউ -
"সবকিছু ঠিক চলছে না !"
কোথাও যেন রেখে ঢেকে
অনেক কিছুই চেপে থেকে
খোলাখুলি মনের কথা
ভাঙছে না কেউ, টলছে না
কেউ খুলে সব বলছে না !
" ভালো আছেন? আছেন কেমন ?"
"ঐ আছি দিন কাটছে যেমন"
থামতে হলো,যেন মনের
জমাট বরফ গলছে না,
প্রাণ খুলে কেউ বলছে না !
প্রাতঃ ভ্রমণ,কিমবা মাঠে,
স্নানের ঘাটে,বাজার হাটে,
কথার ভাঁজে হচ্ছে মালুম
ঠিকঠাক সব ফলছে না,
কেউ খুলে সব বলছে না !
কেউ চলে যায় হনহনিয়ে
বলছে - "মাথা বনবনিয়ে
ক'দিন ধরে ঘুরছে ভীষণ,
শরীরটা ঠিক চলছে না"
এড়িয়ে যাওয়ার বাহানাতে
সব খুলে কেউ বলছে না !

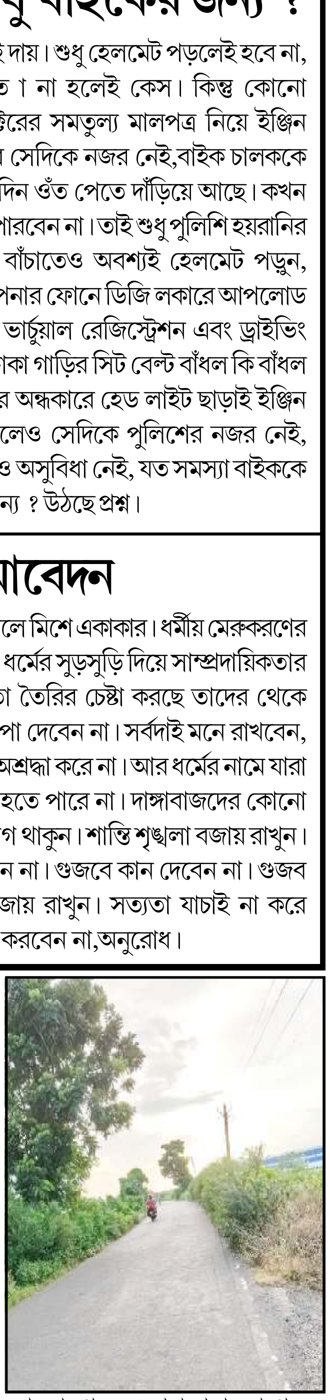

দশঘরা থেকে গুড়াপ যাবার পথে ২৩ নং রাস্তার দুপাশ আগাছায় ভর্তি,সাইট দেওয়াই যাচ্ছে না।সামনে থেকে কোনও গাড়ি এলে দূর থেকে টার্ন মুখে দেখাই যাচ্ছে না।ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন।যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।রোহিয়া শ্মশান সংলগ্ন রাস্তার ছবি।

রুদ্ধ ঘিয়া নদীর গতি

(প্রথম পাতার পর)

নদীতে পড়ছে। এর ফলে ঘিয়া নদীর দূষণ বাড়ছে, মার খাচ্ছে চাষ, ক্ষতি হচ্ছে চাষীদের। ঘিয়া নদী গুড়াপ ও ধনেখালি থানার মধ্যে দিয়ে এসে দাদপুর ও সিঙ্গুর থানা এলাকার মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। গুড়াপের রোহিয়ার কাছ থেকে শুরু নদী দূষণ। যত সামনের দিকে এগোচ্ছে বাড়ছে দূষণের মাত্রা। সংস্কারের অভাবে রুদ্ধ হচ্ছে নদীর গতি। ঘিয়া নদীর স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে দিতে অবিলম্বে ঘিয়া নদী সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন, বন্ধ হোক নদী দূষণ,চাইছেন এলাকার মানুষজন।

মিশরে মমিতে পাওয়া গেছে 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের পান্ডুলিপির অংশ

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

কিছুদিন হলো হোমার রচিত 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের পান্ডুলিপির একটি অংশের খোঁজ মিলেছে।অবাক করার বিষয় তা আবিস্কৃত হয় রোমান যুগের মিশরের মমির ভেতর ! হোমারের সেই বিখ্যাত মহাকাব্যে যেখানে ট্রয়ের যুদ্ধ কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছিল। 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের পান্ডুলিপির একটি ছোট অংশ মমি তৈরির সময় সম্ভবত তখন মৃতদেহের ভেতরে রাখা হয়। বিশ্বে এমন ঘটনা একদম যে বিরল তাও নয়।অনেক লোক ইচ্ছা প্রকাশ করে যান তার লেখা বই মৃত্যুর পর যেন তাঁর সাথেই সমাহিত করা হয়।কেনকি সে তার বইকে এতটাই ভালোবাসেন।কিন্তু মিশরের একটি সমাধিক্ষেত্রে যাকে বলে নেক্রোপলিস, সেখানে সমাহিত একটি মমি সেই ভালোবাসার অনুভূতিকে এক চরম পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ২০২৫ সালের শেষের দিকে এক খননকাজের সময় গবেষকরা মিশরের কায়রোর দক্ষিণে অবস্থিত আল বাহনাসার এক সমাধিসৌধ চত্বরে এই মমিটি আবিষ্কার করেন।এই খননকার্যটি ছিল বার্সেলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অক্সিরিঙ্কাস প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের' একটি অংশ, যার সূচনা হয়েছিল ১৯৯২ সালে। উল্লেখ্য, আল বাহনাসা হলো প্রাচীন গ্রেকো-রোমান নগরী 'অক্সিরিঙ্কাস'-এর এখনকার জায়গা।মমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গবেষক দলটি এর ভেতর থেকে এক প্যাপিরাসের পাতা আবিস্কার করেন।তাতে প্রাচীন গ্রিক কবি হোমারের মহাকাব্য ট্রয় যুদ্ধের আখ্যান 'ইলিয়াড'-এর কিছু নির্বাচিত অংশ লিপিবদ্ধ ছিল।প্যাপিরাসে পাওয়া অংশটি এই মহাকাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে নেওয়া হয়।এই অংশে হোমার সেই গ্রিক জাহাজগুলোর তালিকা দিয়েছেন, যেগুলো ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।আসলে স্পার্টার রানি ও জিউসের কন্যা হেলেনকে ট্রয়ের রাজার পুত্র প্যারিস অপহরণ করে সেখানে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত।গবেষকরা এর আগেও আল বাহনাসার তিনটি চুনাপাথরের কুঠরিতে সমাহিত অন্য কয়েকটি মমির ভেতর থেকে প্যাপিরাসের পুঁথি বা স্ক্রল আবিষ্কার করেন।এই সবকটি পুঁথিই মিশরে রোমান শাসনের যুগের নিদর্শন।এই শাসনকাল ৩০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে শুরু হয়ে আনুমানিক ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়।গবেষকদের মতে, সদ্য পরীক্ষিত এই মমিটির সমাধিটি প্রায় ১,৬০০ বছরের পুরনো। তবে ওই সমাধিক্ষেত্রে অন্য মমির ভেতর থেকে আবিষ্কৃত কোনো পুঁথিতেই 'ইলিয়াড'-এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি।যদিও সেই সময়েই 'ইলিয়াড' একটি ধ্রুপদী সাহিত্যকর্ম হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত ছিল।এক বিবৃতিতে বার্সেলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্রুপদী, রোমান্স ও সেমিটিক ভাষা বিভাগের অধ্যাপক ইগনাশি-জাভিয়ের আদিগো জানান

একটি মিশরীয় মমি থেকে প্রাপ্ত প্যাপিরাস,যাতে ইলিয়াডের একটি অংশ রয়েছে। (সূত্র - বার্সেলানা বিশ্ববিদ্যালয়)।

"এই প্রথম নয় যে আমরা গ্রিক প্যাপিরাস খুঁজে পেলাম যাকিনা আঁটি বাঁধা, সীলমোহর করা এবং মমি তৈরির প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত অবস্থায় ছিল। তবে এখন পর্যন্ত এগুলোর বিষয়বস্তু মূলত জাদুবিদ্যা -সম্পর্কিতই ছিল। অন্যগুলোর বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত।তিনি আরও যোগ করেন,তএটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অক্সিরিঙ্কাসে বিপুল সংখ্যক প্যাপিরাস আবিষ্কৃত হয়েছে,যার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রিক সাহিত্যকর্মও আছে।তবে এবারের প্রকৃত অভিনবত্ব হলো,একটি সমাধিক্ষেত্রের প্রেক্ষাপটে বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষঙ্গ হিসেবে একটি সাহিত্য ধর্মী প্যাপিরাস খুঁজে পাওয়া।"

বাবাকে খুনের দায়ে ছেলে ও পুত্রবধূর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা - তারকেশ্বরে বাবাকে খুনের অভিযোগে ছেলে ও পুত্রবধূকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল চন্দননগরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত।দোষী সাব্যস্ত দুই অভিযুক্ত হলেন অমিত কোলে ও তাঁর স্ত্রী পূজা কোলে।আদালত দু'জনকেই ৩০,০০০ টাকা করে জরিমানা করেছেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।ঘটনাটি ২০২৩ সালের ৬ জুলাই রাতের।অভিযোগ, তারকেশ্বর থানার গৌরীবাটি গ্রামের বাসিন্দা আদিত্য কোলে নিজের ঘরে ছিলেন।রাত প্রায় ১টা নাগাদ তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী কোলে স্বামীর চিৎকার শুনে ঘর থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করেন।কিন্তু দেখতে পান,ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।পরে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে তিনি দেখতে পান, তাঁর ছেলে অমিত কোলে বাবার বুকের উপর বসে গলা টিপে ধরেছে।স্বামীকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে পুত্রবধূ পূজা কোলে তাঁকে বাধা দেন এবং ধাক্কা দেন বলে অভিযোগ।পরে আত্মীয়রা ঘটনাস্থলে এসে আদিত্য কোলে-কে মুখে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।পরদিন, ৭ জুলাই ২০২৩ তারিখে মৃতের স্ত্রী সাবিত্রী কোলে তারকেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।তারকেশ্বর থানার তৎকালীন তদন্তকারী আধিকারিক সাব-ইন্সপেক্টর নীলমাধব পাল তদন্তের দায়িত্ব নেন।তদন্তে অভিযুক্ত অমিত কোলে ও তাঁর স্ত্রী পূজা কোলেকে গ্রেফতার করা হয়।ঘটনায় প্রাসঙ্গিক তথ্যপ্রমাণ ও নথি সংগ্রহের পর তদন্তকারী আধিকারিক আদালতে চার্জশিট পেশ করেন।দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ার পর সম্প্রতি চন্দননগরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত অমিত কোলে ও পূজা কোলেকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেন।এরপর আদালত উভয়কে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০,০০০ টাকা করে জরিমানার সাজা ঘোষণা করেন। জরিমানা দিতে ব্যর্থ হলে প্রত্যেককে অতিরিক্ত ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।রায় ঘোষণার পর ২০২৩ সালের ওই হত্যাকাণ্ডে দোষীদের বিরুদ্ধে আদালতের কঠোর সাজা নিশ্চিত হল।

বাঁকুড়ায় বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ও প্রেসক্রিপশন-প্রয়োজনীয় ওষুধ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা - বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশের অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ও প্রেসক্রিপশন -প্রয়োজনীয় ওষুধ উদ্ধার হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাঁকুড়ার কেঠারডাঙ্গা এলাকায় অভিযান চালিয়ে জাকির ভূঁইয়ার কাছ থেকে ওই ওষুধগুলি উদ্ধার করা হয়।অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ২২ বোতল কফ সিরাপ এবং ৩,৩৪০টি ক্যাপসুল।পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া ওষুধগুলির ব্যবহার ও বিক্রির ক্ষেত্রে বৈধ চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন প্রয়োজন এবং নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের ব্যবহার আইনত নিয়ন্ত্রিত।ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।উদ্ধার হওয়া ওষুধগুলি কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এগুলি কোথায় সরবরাহের উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছিল,তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।অভিযানের মাধ্যমে অবৈধভাবে ওষুধের মজুত ও বিক্রি রুখতে পুলিশের তৎপরতা আরও একবার সামনে এল।

স্কুল শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনের বিরুদ্ধে সরব পশ্চিমবঙ্গ গৃহ শিক্ষক কল্যাণ সমিতি

নিজস্ব সংবাদদাতা- স্কুল শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনের বিরুদ্ধে সরব পশ্চিমবঙ্গ গৃহ

শিক্ষক কল্যাণ সমিতি।স্কুল শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে জনস্বার্থ মামলা,গত ২৪ আগষ্ট ওই মামলার শুনানিতে চার সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের জবাব তলব করেছে হাইকোর্ট।গত বুধবার বর্ধমানে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিমবঙ্গ গৃহ শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সভাপতি হীরালাল মন্ডল টিউশনরত স্কুল শিক্ষক এবং ডিআই'দের নিশানা বলেন,"স্কুল শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশন বজায় রাখার জন্য স্কুলগুলোতে ক্রাইসিস তৈরি করছে,পড়াশোনা হচ্ছে না।স্কুলে না পড়ানোর জন্য বাড়িতে যখন সে প্রাইভেট টিউশন করছে ইনড্রাইরেক্টলি ছেলেদের বলে দিচ্ছে তোরা কেউ স্কুলে যাবি না। তোরা স্কুল গেলে তোদের সময় নষ্ট হবে।একটা বাচ্চা ছেলে থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষ সবাই জানে স্কুল মাষ্টাররা র‍্যান্ডম টিউশন করছে কিন্তু ডিআইরা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। তারা কিছু দেখতে পাচ্ছে না।ডিআই'রা ঠান্ডা ঘর থেকে বেরোচ্ছে না। ডিআই'দের কার্যকলাপে আমরা সন্তুষ্ট নই। ডিআই'দের ওপর আমাদের ভরসা নেই। খুব তাড়াতাড়ি আমরা নিবেদিতা ভবন অভিযান করছি।"

আইসিডিএস প্যানেলে চাকরির নামে প্রতারণার অভিযোগ,সন্দেহভাজন যুবকের কাছ থেকে জাল নথি উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা - আইসিডিএস প্যানেলে নাম অন্তর্ভুক্ত করার প্রলোভন দেখিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের বিভ্রান্ত ও প্রতারণার চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে আইসিডিএস প্যানেল সংক্রান্ত সন্দেহজনক জাল নথি ও একটি অ্যাটেনডেন্স শিট উদ্ধার হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,১৭ আগস্ট লোহান্ডার এক মহিলা অভিযোগ করেন, এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তাঁকে ফোন করে আইসিডিএস প্যানেলে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। এরপর তাঁকে বায়োডাটা ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে কর্ণজোড়ায় ডি.এম. অফিসে উপস্থিত হতে বলা হয়।নির্দেশমতো অফিসে পৌঁছে ওই মহিলা দেখতে পান,আরও এক মহিলাকেও একইভাবে সেখানে ডেকে পাঠানো হয়েছে।এই সময় অফিস চত্বরে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি থানার খালপাড়া এলাকার পঙ্কজ রায় নামে এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়।তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তার কাছ থেকে আইসিডিএস প্যানেল সংক্রান্ত সন্দেহজনক জাল নথি এবং একটি অ্যাটেনডেন্স শিট উদ্ধার হয়।ওই নথিগুলি সম্পর্কে তিনি কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, আইসিডিএস প্যানেলে নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সম্ভাব্য চাকরিপ্রার্থীদের বিভ্রান্ত ও প্রতারণা করার চেষ্টা করা হয়েছিল।ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তি বা চক্রের সন্ধানেও তদন্ত শুরু হয়েছে।ঘটনায় আইন অনুযায়ী উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে ধনেখালি বিডিও অফিসে তুমুল বিক্ষোভ মহিলাদের।

পান্ডুয়ায় খুনের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন - পাণ্ডুয়া থানার রামেশ্বরপুর এলাকায় মঙ্গলা রায় খুনের মামলায় অভিযুক্ত শেখ মহিবুল ইসলামকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিল চুঁচুড়া,হুগলি সদর জ্ঞজ্ঝ, ১ম আদালত।একই সঙ্গে আদালত তাঁকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে।ঘটনার সূত্রপাত ২০২৩ সালের ২২ এপ্রিল রাতে।অভিযোগ, মঙ্গলা রায়ের সঙ্গে দাদপুরের আমড়া এলাকার বাসিন্দা শেখ মহিবুল ইসলামের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল।ওই রাতে মঙ্গলা রায়ের বাড়িতে আসে মহিবুল।সেখানে দু'জনের মধ্যে প্রথমে গালিগালাজ ও পরে বচসা শুরু হয়।অভিযোগ,বচসার একপর্যায়ে একটি ইট দিয়ে মঙ্গলা রায়ের মাথা ও মুখে পরপর আঘাত করা হয়।গুরুতর জখম অবস্থায় মঙ্গলা রায়কে প্রথমে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।পরদিন সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।এই ঘটনায় ২৩ এপ্রিল ২০২৩ পাণ্ডুয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মামলা রুজু হয়।তদন্তের পর অভিযুক্ত শেখ মহিবুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন রাকেশ দাস,বর্তমানে তিনি পোলবা থানায় কর্মরত।সরকারি আইনজীবী হিসেবে মামলাটি পরিচালনা করেন শিবাজী দাস।দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া শেষে আদালত শেখ মহিবুল ইসলামকে ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়।এই রায় অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ এবং বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থার আরও একটি দৃষ্টান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

রুদা দোসীমানা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে পালিত হল ভারতের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস।

অনুভবে স্বাধীনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন - স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের গুড়াপ থানার উদ্যোগে বিশেষ ভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে ভাস্তাড়ায় গ্রাহাম বেল সেন্টার ফর দ্যা ডেফ স্কুল সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হল অনুভবেঢ্ধ স্বাধীনতা উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশ সুপার ডা: কুনওয়ার ভূষণ সিং, গ্রাহাম বেল সেন্টার ফর দ্যা ডেফ-এর ডিরেক্টর মনসুর আলি,হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ডি এন্ড টি প্রিয়ব্রত বক্সী,ধনেখালির সিআই তন্ময় ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চাদের সঙ্গে একটু ব্যতিক্রমী ভাবে স্বাধীনতার আনন্দ ভাগ করে নিলেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার ডা: কুনওয়ার ভূষণ সিং।

হুগলি জেলার ধনেখালি ব্লকের অন্তর্গত দশঘরা পূর্বপাড়ায় পুকুরের একাংশ বুজিয়ে পিডব্লুডির জায়গা দখল করে বেআইনিভাবে নির্মাণ কাজ করার অভিযোগ।নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার জন্য দশঘরা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নির্দেশ দেওয়া হলেও পঞ্চায়েতের নির্দেশকে পাত্তা না দিয়েই নির্মাণ কাজ চলছে বলে অভিযোগ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে হুগলির জেলা শাসক, পুলিশ সুপার এবং এডিএম(এল আর)এর কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে বলে জানা গেছে।দশঘরা পূর্বপাড়ার এই বেআইনি নির্মাণ নিয়ে প্রশাসন এখন কি পদক্ষেপ নেয় সেটাই এখন দেখার।

ধনেখালি ব্লকের বেলমুড়িগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খাঁপুর এবং মল্লিকপুর গ্রামের ভোটাধিকার হারানো বিপন্ন নাগরিকরা দেশের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসে জীবন দিয়েও দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার শপথ নিলেন এবং সরকারের কাছে আবেদন জানালেন তাদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে খুচরো ও পাইকারি বাজারে যৌথ অভিযান রায়গঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা - নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণ, বাজারে সুষ্ঠু সরবরাহ বজায় রাখা এবং বেআইনি মজুতদারি ও মুনাফাখোরি রুখতে রায়গঞ্জে

জোরদার করা হল বাজার নজরদারি।বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের একাধিক খুচরো বাজারের পাশাপাশি পাইকারি ব্যবসায়ীদের গুদামেও যৌথভাবে পরিদর্শন অভিযান চালানো হয়।এদিন চণ্ডীতলা মার্কেট, বোগ্রাম মার্কেট, মোহনবাটি মার্কেট, সেন্ট্রাল মার্কেট-সহ বিভিন্ন বাজার এলাকায় পরিদর্শন চালানো হয়। পাশাপাশি রায়গঞ্জের বীরনগর ও গোয়ালপাড়া এলাকায় পাইকারি ব্যবসায়ীদের মোট তিনটি গুদামও পরীক্ষা করে দেখেন আধিকারিকরা।পুলিশ,ডিইবি,কৃষি বিপণন দফতর এবং খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত যৌথ দল এই অভিযান পরিচালনা করে।গুদামগুলিতে মজুত নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর পরিমাণ, পণ্য পরিবহণ ও সরবরাহের তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়। কোথাও বেআইনি মজুতদারি বা অতিরিক্ত মুনাফার উদ্দেশ্যে পণ্য আটকে রাখা হচ্ছে কি না, তাও যাচাই করা হয়।প্রশাসনের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর পর্যাপ্ত জোগান নিশ্চিত করা এবং সাধারণ ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করা। একইসঙ্গে ব্যবসায়ীদের সরকারি নিয়ম মেনে পণ্য বিক্রি ও মজুত করার বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,শুধু খুচরো বাজারেই নয়, পাইকারি বাজার ও বড় ব্যবসায়ীদের উপরেও নজরদারি অব্যাহত থাকবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং বেআইনি মজুতদারি ও মুনাফাখোরির বিরুদ্ধে আগামী দিনেও এই ধরনের যৌথ অভিযান চলবে।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

ফুটবলের মাধ্যমে ঐক্য ও সম্প্রীতির বার্তা দিল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে লালগড়ে আয়োজিত হল দু'দিনের নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা 'লালগড় পুলিশ কাপ' টানটান উত্তেজনা ও উৎসবের আবহে শেষ হয় খেলা ।প্রতিযোগিতার জমজমাট ফাইনালে লালগড় ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি ঘরে তুলল রামগড় জিপি ।ফাইনাল ঘিরে দর্শকদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও উন্মাদনা ।অনুষ্ঠানে পুলিশ ব্যান্ডের মনোজ্ঞ পরিবেশনার পাশাপাশি ছৌ নৃত্য ও আদিবাসী নৃত্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে ।শুধু ফুটবল প্রতিযোগিতা নয়, এই আয়োজনের মঞ্চে মানবিকতা ও কর্তব্যনিষ্ঠারও স্বীকৃতি দেওয়া হয় ।মানুষের প্রাণ রক্ষায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালনের জন্য পুলিশের ১২ জন সদস্যকে প্রশংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয় ।তাঁদের সাহসিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও মানবিক উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মান প্রদান করা হয় ।স্থানীয় যুবসমাজকে খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত করা এবং ঐক্য,সম্প্রীতি ও দলগত সহযোগিতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই এই প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য ।লালগড় ভিলেজ গ্রাউন্ডে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার মানব সিংলা ।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাহু, ঝাড়গ্রামের এসডিপিও শামীম বিশ্বাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ।ফুটবলকে কেন্দ্র করে স্থানীয় যুবকদের একত্রিত করার পাশাপাশি তাঁদের মধ্যে শৃঙ্খলা, খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতা ও সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে ।একই সঙ্গে পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতেও এই ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে ।ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যুবসমাজকে ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা এবং পুলিশ-জনসম্পর্ক আরও মজবুত করার লক্ষ্যে ভবিষ্যতেও এই ধরনের সামাজিক ও ক্রীড়ামূলক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে ।ফুটবলের মাধ্যমে ঐক্য ও সম্প্রীতির বার্তা দিল পুলিশ।

ব্যাটারিচালিত ইলেকট্রিক স্কুটারের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা - মালদহের রথবাড়ি মোড়ে ইলেকট্রিক স্কুটারের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালাল মালদহ RTO ও জেলা ট্রাফিক পুলিশ। ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত রথবাড়ি মোড়ে মোটর ভেহিকেলস ইন্সপেক্টর, RTO অফিস এবং মালদহ জেলা ট্রাফিক পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান পরিচালিত হয় ।অভিযানে রাস্তায় চলাচলকারী ইলেকট্রিক স্কুটারগুলির সর্বোচ্চ গতিসীমা এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি স্কুটার চালকদের মোটর ভেহিকেলস আইনের বিভিন্ন বিধি সম্পর্কে সচেতন করা হয়। পুলিশ ও পরিবহণ দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, CMVR, ১৯৮৯-এর Rule 2(u) অনুযায়ী,কোনও ব্যাটারিচালিত গাড়ির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ২৫ কিলোমিটারের বেশি হলে সেটি মোটর ভেহিকেলস আইনের আওতায় পড়ে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গাড়ির RTO রেজিস্ট্রেশন, বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স, বিমা-সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি থাকা বাধ্যতামূলক। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ইলেকট্রিক স্কুটার চালকদের আইন মেনে চলা নিশ্চিত করতেই এই বিশেষ অভিযান বলে জানানো হয়েছে। আগামী দিনগুলিতে মালদহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় একই ধরনের যৌথ অভিযান চালানো হবে বলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ঝাড়গ্রামে বাজারে নজরদারি অভিযান পুলিশের,ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রিতে কড়া নজর পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা - সাধারণ মানুষের স্বার্থে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে গত মঙ্গলবার জেলার বিভিন্ন বাজারে বিশেষ নজরদারি ও পরিদর্শন অভিযান চালানো হয় ।মজুতদারি,অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রি এবং বাজারে অন্যান্য অনিয়ম রুখতেই এই অভিযান বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ।ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের সমস্ত এসডিপিও এবং তদারকি আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট অসামরিক প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় করে বিভিন্ন বাজারে এই অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের সময় দোকানগুলিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য, মজুতের পরিমাণ এবং বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হয় ।পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি করার জন্য নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি সরকারি নিয়ম ও নির্দেশিকা মেনে চলার বিষয়ে সচেতন করা হয় ।বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে অতিরিক্ত মুনাফা করা বা ভোক্তাদের সঙ্গে কোনও ধরনের অনিয়ম যাতে না হয়,সে বিষয়েও নজরদারি চালানো হয়। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই ধরনের বাজার নজরদারি অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে ।নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, মজুতদারি কিংবা অন্য কোনও বাজার অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

বড় অফিসার ।তারা হয়তো ভুলে যাচ্ছেন,বাঘ ছাল পরলে শেয়াল যেমন বাঘ হয় না তেমনি র‍্যাফের পোশাক পরলেই সিভিক ভলেন্টিয়ার র‍্যাফ হয় না।

● ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মহিলাকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া হয়েছে বলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ।তাহলে টাকা না পাওয়ার দলে এত ভিড় কেন ? এত মহিলা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কেন ? উঠছে প্রশ্ন ।প্রকাশ্যে আসুক টাকা পাওয়া মহিলাদের তালিকা,সিটিজেন পোর্টালে আপলোড করে দেওয়া হোক উপভোক্তা তালিকা,চাইছেন মানুষজন।

● স্কুলে শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী নিয়োগের পাশাপাশি অবিলম্বে ভগ্ন স্কুল বিল্ডিং গুলোর সংস্কার করা প্রয়োজন ।পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা, পায়খানা এবং বাথরুমও যেন ব্যবহারযোগ্য থাকে সেটাও নিশ্চিত করতে হবে।

● সরকারি জায়গা অবৈধভাবে দখল করে যারা আছেন তাদের দ্রুত সরকারি জায়গা থেকে সরে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন জামালপুরের বিধায়ক অরুণ হালদার।

● অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে রাজ্যের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মালতী আভা রায়ের বাড়ির সামনে তুমুল বিক্ষোভ মহিলাদের।

● পঞ্চায়েতের অনুমতি ছাড়া নির্মাণ কাজ করা সম্পূর্ণ বেআইনি ।পঞ্চায়েত এলাকায় কোনো নির্মাণ কাজের পূর্বে পঞ্চায়েতের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক ।পঞ্চায়েতের অনুমতি ছাড়া কোনো নির্মাণ কাজ করলে আইন অনুযায়ী ভেঙে দেওয়া হতে পারে সেই বেআইনি নির্মাণ।

● অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে রণং দেহী মূর্তি লক্ষীদের ।জেলায় জেলায় শুরু হয়েছে তুমুল বিক্ষোভ।

● "আমাদের কোনো ছাত্র সংগঠন নেই", যাদবপুর কান্ডে মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

● চিনি,সরষের তেল,ডাল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ খেটে খাওয়া গরিব মধ্যবিত্ত মানুষ।

● রাজ্য ও জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল বন্ধে রাজ্য সরকার নির্দেশ জারি করলেও রাজ্য সড়কে দেদার টোটো চলছে বলে অভিযোগ।

● অন্নপূর্ণা যোজনায় অনেক জায়গাতেই বাড়ি বাড়ি এসে ফিল্ড ভেরিফিকেশন হয়নি বলে অভিযোগ। তাহলে যোগ্য-অযোগ্য বাছাই হল কিভাবে ? উঠছে প্রশ্ন।

● অন্নপূর্ণা যোজনার সিটিজেন পোর্টালে অযোগ্য উপভোক্তার বিরুদ্ধে অবজেকশন দেওয়ার অপশন আছে,কিন্তু উপভোক্তাদের লিস্ট দেখার অপশন নেই। আপনার এলাকায় কারা টাকা পাচ্ছেন তা না জানতে পারলে অবজেকশন দেবেন কিভাবে ? বুঝবেন কি করে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তিনি অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাওয়ার যোগ্য না অযোগ্য ?

● লিখিত নির্দেশ ছাড়া পুলিশের মুখের কথায় মসজিদ থেকে মাইক খুলতে নিষেধ করলেন বিশিষ্ট আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

● ঋতব্রত অস্থায়ী বিরোধী দলনেতা ! আগামী দু'মাসের জন্য রাজ্য বিধানসভার অস্থায়ী বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়,জানিয়ে দিল হাইকোর্ট। বিরোধী দলনেতার পদও অস্থায়ী,ভাবা যায় ! ছল চাতুরী করে চেয়ারে বসলে এরকমই হয়।

● সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা মানেই সরকারের বিরোধিতা নয়। ক্ষমতায় থাকলে সমালোচনা তো শুনতেই হবে। সমালোচনা সহ্য করতে শিখুন ।মানুষ তো প্রশ্ন করবেই।

● "আমার বাবাকে মরতে হল,আমাকেও যদি মরতে হয় রাজি আছি, দেশের স্কুল গুলো ঠিক হোক। কমপেনসেশন চাই না,বাবার নামে রাজ্যে একটি ওয়াল্ড ক্লাস স্কুল তৈরি করুক সরকার", বললেন বাঁকুড়ার ইন্দাসের সদ্য পিতৃহারা আব্দুল হাফিজ।

● কমপেনসেশন নয়,তার বাবার নামে একটি ভালো মানের স্কুল তৈরি করুক রাজ্য সরকার,চাইছেন বাঁকুড়ার ইন্দাসের সদ্য পিতৃহারা সিজেপি সমর্থক আব্দুল হাফিজ।

● পারদ চড়ছে হুগলি জেলা ভাগ নিয়ে ।প্রস্তাবিত আরামবাগ জেলার সঙ্গে থাকতে রাজি নন তারকেশ্বরের মানুষজন ।হুগলি জেলার সঙ্গেই থাকুক তারকেশ্বর,চাইছেন তারকেশ্বরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষজন।

● লোকসভায় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় মহিলা সংরক্ষণ, এক দেশ এক ভোট সহ একাধিক বিল পাশ করতে পারল না বিজেপি ।সংখ্যা জোগাড়ের চিন্তায় ঘুম উড়েছে অমিত শাহের।

● গ্রামের সরকারি স্কুলের হাল ফেরাতে এবার দেশব্যাপী 'স্কুল ঠিক করো' আন্দোলনে নামলো সিজেপি।

● ধর্মতলাকে হকারমুক্ত করার ডাক দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ।স্থানীয় দলীয় কাউন্সিলরদের এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন তিনি।

This newspaper is published by Israil Mallick from Vill - Mathurapur,P.O - Shiptai,P.S - Jamalpur,Dist - Purba Bardhaman,Pin - 712308,State - West Bengal on behalf of Israil Mallick, edited by Israil Mallick and printed by Mita Dutta at Barsha offset and Printing Press, Holding no.138/A,5 No. Ichlabad,Palpara, Burdwan,Purba Bardhaman,West Bengal - 713103